126444 - ‘খুলা’ তালাক্ব নয়; এমনকি সটো তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে হলওে

প্রশ্ন

আমার প্রশ্নটি ‘খুলা’ সংক্রান্ত। আমি একজন শাইখ ও দুইজন সাক্ষীর সামনে আমার স্বামীর সাথে খুলা করছে। ছয়মাস পরে আমরা সদ্ধিান্ত নয়িছে যি, আমরা একে অপররে কাছে ফরিে আসব নতুন একটি বয়িরে আকদরে মাধ্যমে। এর দুই বছর পর আমি নতুন করে আবার খুলা তলব করলাম এবং কার্যতঃ আমি সম্মতওি পলোম। কথা কাটাকাটরি পর সে আমাকে প্রতশ্রিুতি দলি য, আমার সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং শশিুটরি কারণে আমরা একে অপররে কাছে ফরিে আসা আবশ্যক। আমার প্রশ্ন হলো: খুলা কি তালাক্ব হসিবেে গণ্য? অর্থাৎ আমার জন্য কি আর শুধু একটি তালাক্ব বাকী আছ? আমরা একে অপররে কাছে নতুনভাবে ফরিে যাওয়া কি জায়যে? আমরা একে অপররে কাছে ফরিে যাওয়ার পদ্ধতটিি কমেন হব? সটো কি নতুন একটি বয়িরে আকদরে মাধ্যমে। আশা করি আমাকে উপদশে ও দকি-নর্দিশেনা দবিনে। আর যদি আপনারা আর কছিু জানতে চান তাহলে আশা করি আমাকে জানাবনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

খুলা তালাক্ব হসিবেে গণ্য নয়; এমনকি যদি সটো তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে হয় অগ্রগণ্য মতানুযায়ী তবুও এটি তালাক্ব নয়। এর বস্তিারতি ববিরণ নম্নিরূপ:

১। যদি ‘খুলা’ তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে না হয় এবং এর দ্বারা তালাক্বরে নয়িত না করা হয়; তাহলে একদল আলমেরে নকিট এটি বয়িরে আকদকে বাতলিকরণ। এটা ইমাম শাফয়েরি পূর্ববর্তী অভমিত এবং হাম্বলি মাযহাবরে অভমিত। বয়িরে আকদকে বাতলিকরণরে ফলে এটি তালাক্ব হসিবেে গণ্য হবে না। তাই যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে দুইবার খুলা করছে সে নতুন একটি আক্দরে মাধ্যমে পুনরায় স্ত্রীর কাছে ফরিতে পারে এবং এর কোনটি তালাক্ব হসিবেে গণ্য হবে না।

উদাহরণস্বরূ: স্বামী বলল: আমি এই পরমিাণ সম্পদরে শর্তে আমার স্ত্রীর সাথে খুলা করলাম কংিবা আমি এই শর্তে তার সাথে ববিাহ বাতলি করলাম।

২। আর যদি ‘খুলা’ তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে হয়; যমেন কউে বলল: আমি এই পরমিাণ অর্থরে শর্তে আমার স্ত্রীকে তালাক্ব দলিাম। তাহলে অধকিাংশ আলমেরে মতে, সটেি তালাক্ব।[দখেুন: আল-মাওসুআ’ আল-ফকিহয়িযা (১৯/২৩৭)]

আর কছিু আলমেরে মত,ে এটওি বয়িে আকদ বাতলিকরণ। এটি তালাক্ব হসিবেে গণ্য হবে না; তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে হলওে। এই অভমিতটি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা এই অভমিতকে নর্িবাচন করছেনে। তনিি বলনে: এই মর্মে ইমাম আহমাদরে ও তাঁর প্রবীণ ছাত্রদরে সরাসরি ভাষ্য উদ্ধৃত হয়ছে।[দখেুন: আল-ইনসাফ (৮/৩৯৩)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: কন্িতু অগ্রগণ্য অভমিত হলো: এটি খুলা; তালাক্ব নয়। এমনকি যদি এটি সরাসরি তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে হয় তবুও। এর সপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার বাণী: "তালাক হল দুই বার। এরপর (স্ত্রীকে) হয় যথোচতিভাবে ধরে রাখতে হবে, না হয় ভালোয় ভালোয় ছড়েে দতিে হবে।"[সূরা বাক্বারা, ২:২২৯] অর্থাৎ দুইবার সদ্ধিান্তটি আপনার হাত;ে ধরে রাখবনে কংিবা ছড়েে দবিনে। "আর তোমরা তাদরেকে যা যা দয়িছেো তা থকেে কছিুই নয়িে নওেয়া তোমাদরে জন্য বধৈ নয়; তবে যদি (স্বামী-স্ত্রী) দুজনে আল্লাহ্র সীমারখো (বধিান) ঠকি রাখতে না পারার আশঙ্কা করে তাহলে ভন্নি কথা। তাই তোমরা যদি আশঙ্কা কর য,ে তারা দুজনে আল্লাহ্র সীমারখো ঠকি রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী নজিকেে মুক্ত করতে (স্বামীকে) কছিু বনিময় দলিে তাতে দুজনরে কারো পাপ হবে না।"[সূরা বাক্বারা, ২: ২২৯] সুতরাং এটি হলো অর্থরে বনিময়ে নজিকেে মুক্ত করা। এরপর আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "অতঃপর স্বামী যদি স্ত্রীকে (তৃতীয় বাররে মত) তালাক দয়ে তাহলে এরপর স্ত্রী আর এই স্বামীর জন্য বধৈ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য এক স্বামীকে বয়িে করে।"[সূরা বাক্বারা, ২: ২৩০] আমরা যদি খুলাকে তালাক্ব হসিবেে গণনা করতাম তাহলে "অতঃপর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দয়ে" এটি চতুর্থ তালাক হয়ে যতে। অথচ তা ইজমা (আলমেগণরে মতক্যৈ)-র বপিরীত। কুরআনরে বাণী: "অতঃপর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দয়ে" অর্থাৎ তৃতীয়বার। "তাহলে এরপর স্ত্রী আর এই স্বামীর জন্য বধৈ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য এক স্বামীর সাথে সহবাস কর।ে" আয়াতরে প্রমাণ সুস্পষ্ট। এ কারণে ইবনে আব্বাসরে (রাঃ) অভমিত হলো: বনিময় নয়িে প্রত্যকে যে বচ্ছিদে সটোই খুলা; তালাক্ব নয়। এমনকি সইে বচ্ছিদে যদি তালাক্ব শব্দ ব্যবহার করে করা হয় তবুও। এটাই অগ্রগণ্য অভমিত।[আল-শারহুল মুমতি (১২/৪৬৭-৪৭০) থকেে সমাপ্ত]

তনিি আরও বলনে: প্রত্যকে যে বচ্ছিদে বনিময় নয়িে সটোই খুলা; এমনকি সটো যদি তালাক্ব শব্দ ব্যবহার করে করা হয় তবুও। উদাহরণস্বরূপ কউে বলল য,ে আমি এক হাজার রয়িালরে বনিময়ে আমার স্ত্রীকে তালাক্ব দলিাম। তখন আমরা বলব: এটি খুলা। এই অভমিত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি য,ে প্রত্যকে যাতে বনিময় প্রবশে করছেে সটেি তালাক্ব নয়। আব্দুল্লাহ্ বনি ইমাম আহমাদ বলনে: খুলার ব্যাপারে ইবনে আব্বাসরে যে অভমিত আমার পতিারও সইে অভমিত। অর্থাৎ যইে শব্দইে হোক না কনে সটেি বিবাহ বাতলিকরণ; এটি তালাক্ব হসিবেে গণ্য হবে না।

এর উপর গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসয়ালা নর্িভর কর।ে তা হলো: যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে আলাদা আলাদাভাবে দুইবার তালাক্ব দয়ে। এরপর তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে খুলা সম্পন্ন হয়; সক্ষেত্রেে যারা তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে খুলা করাকে তালাক্ব মনে করনে তাদরে দৃষ্টতিে তার স্ত্রীর বায়নে তালাক্ব হয়ে যাব।ে অপর কোন স্বামীকে বয়িে করা ছাড়া তার জন্য বধৈ হবে না। আর যারা তালাক্ব শব্দরে মাধ্যমে খুলা করাকে ববিাহ বাতলিকরণ মনে করনে তাদরে নকিট ইদ্দতকালীন সময়রে

মধ্যে নতুন একটি আকদের মাধ্যমে এই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে। এটাই অগ্রগণ্য অভিমত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা খুলা রেজিস্ট্রী করেন আমরা তাদেরকে উপদেশ দিব তারা যেন "এত এত অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়েছেন" এভাবে না লিখেন। বরং তারা বলবেন: এত এত অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীর সাথে খুলা করেছেন। কেননা আমাদের দেশের অধিকাংশ কাযী (বিচারক) এবং আমার ধারণায় অন্যান্য স্থানের কাযীরাও তালাক্ব শব্দের মাধ্যমে সম্পাদিত খুলাকে তালাক্ব মনে করেন। যার ফলে মহিলাটি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। যদি সেই তালাক্বটি সর্বশেষ তালাক্ব হয় তাহলে স্ত্রী বায়েন (চূড়ান্তভাবে বিচ্ছেদে) হয়ে যাবে। আর যদি সর্বশেষ তালাক্ব না হয় সেক্ষেত্রেও এটাকে তালাক্ব হিসেবে গণনা করা হবে।[আল-শারহুল মুমতি (১২/৪৫০) থেকে সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনার আলোকে আপনি যদি আপনার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চান তাহলে নতুন একটি আকদ করা আবশ্যক। আপনাদের ওপর তালাক্ব গণনা করা হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।